প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শ্রেণীকক্ষে ঢুকে শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড কিনতে উদ্বুদ্ধ করছেন একটি প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী। রাজশাহীর চারঘাটের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গতকাল তোলা ছবি ● শহীদুল ইসলাম

শ্রেণীকক্ষে নিষিদ্ধ গাইড ও নোট বইয়ের প্রচারণা

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজশাহীতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে নোট-গাইড বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মীরা শ্রেণীকক্ষে ঢুকে শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড বই কিনতে প্রলুব্ধ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে চারঘাটের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণীর কক্ষে ঢুকে নোট-গাইডের প্রচারণা চালাচ্ছেন একজন বিক্রয়কর্মী। মান যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে গাইড বই তুলে দিতে দেখা যায় তাঁকে। মোজাহার হোসেন নামের ওই বিক্রয়কর্মী মুঠোফোনে *প্রথম আলোর* কাছে স্বীকার করেন, নোট-গাইড বই বিক্রি নিষিদ্ধ। তার পরও তাঁরা চুপি চুপি বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন। শিক্ষকেরা আপত্তি করছেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু কিছু শিক্ষক আপত্তি করছেন। তখন শিক্ষকদের বোঝানো হচ্ছে, নিষিদ্ধ হলেও বাচ্চারা তো গাইড বই কিনতে চাইছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্যবসায়ীদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে শিক্ষার্থীরা গাইড বই কিনতে অভিভাবকদের সঙ্গে পীড়াপীড়ি করছে। বাধ্য হয়ে অভিভাবকেরা নোট-গাইড বই কিনে দিচ্ছেন। একটি প্রকাশনীর পঞ্চম শ্রেণীর গাইড বইয়ের দাম ৪৬৫ টাকা। বইটিতে সব বিষয়ই আছে। একই প্রকাশনীর চতুর্থ শ্রেণীর গাইডের দাম ২৭৫ ও তৃতীয় শ্রেণীর বইটির দাম ১৭০ টাকা। রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলায় পাঁচটি প্রকাশনীর নোট-গাইড বই বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষে ঢুকে বিক্রয়কর্মীদের নোট-গাইডের প্রচারণা সম্পর্কে জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নফিসা বেগম জানান, বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আবদুল হান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, নোট-গাইড ছাপানো ও নিজের হেফাজতে রাখাসংক্রান্ত আইনের ৪ ধারায় বলা আছে, এ-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

পুঠিয়া উপজেলার ফুলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে দুটি প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী এসেছিলেন। একটি প্রকাশনীর কর্মীরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে রুটিন দিয়ে গেছেন। দুটি প্রকাশনীই শিক্ষকদের জন্য গাইডের সৌজন্য কপি দিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তাঁদের গাইডের ভালো-মন্দ দিক তুলে ধরে কথা বলেছেন। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'দুটি প্রকাশনীর গাইড বই পড়েছি। এর মান নিয়ে শিক্ষার্থীদের কিছু বলিনি। শিক্ষার্থীরা যে যার মতো কিনছে।'

বাঘা উপজেলার বাজুবাঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আরিফুর রহমান বলেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে বিক্রেতারা গাইড বইয়ের সৌজন্য কপি ও ক্যালেন্ডার দিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁরা শ্রেণীকক্ষে ঢুকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তার পরও দেখছেন শিক্ষার্থীরা গাইড বই জোগাড় করে ফেলছে।

গোদাগাড়ী উপজেলার বিদিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জুলফিকার হায়দার জানান, তাঁদের বিদ্যালয়ে গাইড বইয়ের বিক্রেতারা এসে ক্যালেন্ডার ও সৌজন্য কপি দিয়ে গেছেন। শ্রেণীকক্ষে ঢুকেছেন কি না তিনি বলতে পারছেন না।

চারঘাট উপজেলার বাদুড়িয়া গ্রামের খাদিজা খাতুন নামের এক অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে এসে বলে, শিক্ষকেরা বলেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে গাইড বই কিনতে হবে। ছেলের পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হয়ে একটি গাইড বই কিনে দিয়েছেন।